ওস্তাদ

ফরিদ আহমেদ

ফাইনাল পরীক্ষার জন্য আমি আমার নতুন ছাত্রকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে নিয়ে এলাম।

ডিসেম্বরের এক শীতের সন্ধ্যা। অনেকদিন পর চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল আবাহনী এবং মোহামেডান ফেডারেশন কাপের ফাইনালে উঠেছে। একসময় যে কোন টুর্নামেন্টের ফাইনালে আবাহনী-মোহামেডানের খেলাটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তৃতীয় শক্তি হিসাবে মুক্তিযোদ্ধার আবির্ভাবের পর থেকে মোহামেডান আবাহনীর সেই রমরমা সময় আর নেই। তারপরও আজ বাধভাঙ্গা জোয়ারের মতো উন্মত্ত সমর্থকেরা জড়ো হয়েছে স্টেডিয়ামে। তাদের গগন বিদারী চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। পুরো স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভর্তি। তিল ধারণেরও কোন জায়গা নেই।

আমি আমার ছাত্রদের ফাইনাল পরীক্ষা সাধারণত এরকম আদর্শ জায়গাতেই নিয়ে থাকি।

কালোবাজারে প্রায় পাঁচগুন দাম বেশি দিয়ে ভিআইপি গ্যালারির দু'টো টিকেট কেটে আমি আর আমার ছাত্র ঢুকে পড়ি স্টেডিয়ামের ভিতর। 'ওস্তাদ, তর আর সইতাছে না। কাম কি শুরু কইরা দিমু?' স্টেডিয়ামে ঢুকতে না ঢুকতেই ছাত্রের ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। ছাত্র আমাকে ওস্তাদ বলে ডাকে আর আমি ওকে ডাকি সাগরেদ বলে। আমাদের এই পেশায় এরকম সম্পর্কটা পেশাগত কারণেই প্রয়োজন।

সাগরেদ আমার সবচেয়ে নতুন ছাত্র। নতুন হলেও মেধার দিক দিয়ে আমার আগের সব ছাত্রকেই ছাড়িয়ে গেছে সে। ওর কর্মদক্ষতা দেখলে ওর মধ্যে পঁচিশ বছর আগের আমাকেই আমি দেখতে পাই। বুকের মধ্যে অজানা অদ্ভুত একধরনের অপত্যস্নেহ অনুভব করি আমি আমার এই নতুন ছাত্রটির জন্য। সাগরেদও আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে থাকে। তবে মাঝে মাঝে এর অকৃত্রিমতা নিয়ে আমার যে সন্দেহ জাগে না তা কিন্তু নয়। আর সে কারণেই আমি আজ ওকে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি। সাগরেদের মতো এরকম মেধাবী না হলেও বেশ কিছু প্রতিভাবান এবং উদ্যমী ছাত্র আমি আগেও পেয়েছি, কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে তাদের শিক্ষা আসলে পরিপূর্ণ হয়নি। ফলে ফাইনাল পরীক্ষায় তাদেরকে ফেল করিয়ে দেয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তবে এবার আমি আশা করছি যে আমার এই প্রিয় সাগরেদ আগেকার ছাত্রদের মতো হবে না। ওকে হয়তো ফেল করানোর দরকার হবে না।

'সাগরেদ, মনে আছেতো কি বলছিলাম। খেলা শুরুর আগে দুই দানের বেশি না, হাফ টাইমের সময়ও একই। বেশিরভাগ দান মারবা খেলা শেষ হওয়ার পর।' আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে বলি।

'ঠিক আছে ওস্তাদ, আপনে যা কন।' সাগরেদের বিনীত সম্মতি।

ভি আইপি গ্যালারির একপাশে কালো রঙ্গের সুট পরা দীর্ঘদেহী এক লোক পিলারে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে খবরের কাগজ পড়ছে। একতলার গ্যালারী থেকে সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমি

সাগরেদের গায়ের কাছে বেশ খানিকটা ঘেষে এসে ইঙ্গিতে লোকটাকে দেখালাম। 'ওই যে লোকটারে দেখতে পাচ্ছো, পেপার পড়তাছে?'

'কি হইছে? ক্যাডা ওই লম্বু ব্যাটা?'

'ওর নাম একরাম আলী। এসবির অফিসার। ওর কাছ থেকে যতো দূরে থাকা যায় থাকবা। ও একা না। ওর আরো লোকজন সিভিল ড্রেসে এইখানে ছড়ানো ছিটানো আছে। কাজেই সাবধান।'

'হুম, এই লাইনে মালপানি সহজে আসা না। বড্ড মেহনত করণ লাগে।' বিজ্ঞের মত সাগরেদ বলে।

আমি সাগরেদকে টেনে একরাম আলীর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাই।

এর মধ্যেই সাগরেদ তার প্রথম শিকার হিসাবে মোটকু এক লোককে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ্য করছে দেখতে পেলাম। মোটকু মিয়া তার নিজের মতই মোটাসোটা একটা মানিব্যাগ বের করে ঝালমুড়ি কিনছে। আমি মাথা এপাশ ওপাশ নাড়িয়ে সাগরেদকে নিষেধ করলাম। মোটকু মিয়া শিকার হিসাবে বড্ড বিপদজনক। মোটকুর পাশেই তার মুটকি বৌ দাড়িয়ে আছে। এই সমস্ত মুটকি মহিলাদের চোখ সাধারণত টেলিভিশন ক্যামেরার মতন হয়। এদের নজর থেকে কিছুই বাদ পড়ে না। সাগরেদ মনে হল আমার নিষেধ করায় অসন্তুষ্ট হল, সেই সাথে কিছুটা বিরক্তও বোধ হয়। প্রথম অপারেশনের জন্য অস্থির হয়ে আছে সে।

মিনিট পাঁচেক পর আমি সাগরেদের জন্য প্রথম শিকার বাছাই করে দিলাম। উদাস ভাবভঙ্গির কবি কবি মার্কা চেহারার এক লোক। হাতে ভাজ করা কোট। দেখলেই মনে হয় প্রেমিকার কাছ থেকে কঠিন ছ্যাকা খেয়েছে। দুনিয়ার প্রতি আর কোন আকর্ষন নেই। আমার সায় পাওয়ার পরপরই সাগরেদ হাত চালালো। এতো অবিশাস্য দ্রুতগতিতে হাত সাফাই হল যে আমি তাকিয়ে থেকেও পুরো ঘটনাটা দেখতে পেলাম না। সাগরেদের হাতে জুয়েল আইচের যাদু আছে। আমি একবার ওকে বাসভর্তি একগাদা লোকের মধ্যে নুরানী চেহারার এক মওলানা সাহেবকে একহাতে সালাম দিতে দিতে অন্য হাতে পাশের সিটে বসা মহিলার পার্স খুলে সব টাকা সাফাই করতে দেখেছি।

আমি সাগরেদকে সাদা চুলের এক বুড়া লোকের উপর দিয়ে দ্বিতীয় দান মারার অনুমতি দিলাম।

'ওস্তাদ, এক্কেবারে পানির লাহান সোজা। চলেন গুইনা দেখি কত কামাইলাম।' সফল দ্বিতীয় অপারেশনের শেষে সাগরেদ বলল।

'ধৈর্য ধর, সাগরেদ। পরে অনেক সময় পাবা।' আমি বললাম। 'খেলা শুরু হচ্ছে। চল কোনখানে জায়গা নিয়া বসি।'

অনেক কষ্টে দুজনের বসার মত সামান্য একটু জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। আমি আর সাগরেদ সেখানেই চাপাচাপি করে বসলাম। আমার সাথে করে আনা কাশ্মিরি চাদরটা দুজনের গায়ের উপর বিছিয়ে নিলাম। এ বছর শীত একটু আগেই এসে গেছে মনে হচ্ছে। শীতকাল আমার একেবারেই পছন্দের নয়। শীত আসার সাথে সাথেই বাতের ব্যথাটা তীব্রভাবে চাগিয়ে উঠে। বাতের কারণেই আমি আমার পেশা থেকে

এত তাড়াতাড়ি অবসর নিয়ে ফেলেছি। অবসর নেওয়ার পর এখন এই পেশায় নিয়োজিত হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তরুনদের ট্রেনিং দেওয়াটাই আমার উপার্জনের একমাত্র উৎস।

খেলা প্রায় শুরু হওয়ার পথে। দুই দলের খেলোয়াড়রাই রেফারির সাথে মাঠের মাঝখানে চলে গেছে। সাগরেদ তার ইতোমধ্যেই হাত সাফাই করা মানিব্যাগ দু'টো আমার চাদরের নিচে রেখে খুলে ফেলল। মানিব্যাগের ভিতরে তাকিয়ে বিরক্তিতে সাগরেদের মুখ কুঁচকে উঠতে দেখলাম। 'মাত্র দেড়শ' টাকা। শালা ফকিরনির পুতেরা। টাকা নাই তা মানিব্যাগ নিয়া ঘুরস ক্যান। মাইয়াগোরে ফুটানি দেখানোর লাইগা।'

'চিন্তা কইরো না। এখনো অনেক সময় পইড়া আছে।' আমি সাগরেদকে সান্ত্বনা দেই।

'হ' মেলা সময় পইরা আছে।' ঘোৎ ঘোৎ করে উঠে সাগরেদ। 'ওস্তাদ, আমি ট্যাকা চাই। কড়কইড়া ট্যাকা। আল্লার কসম ওই মোটকার মানিব্যাগে দুই তিন হাজার ট্যাকা আছেই আছে।'

আমি ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাই সাগরেদের দিকে। 'এই মুহূর্তে তোমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে জরুরী জিনিষ হইতাছে শিল্প দক্ষতা। হাত সাফাই একধরনের শিল্প। ভিঞ্চির আঁকা ছবির মত। আমি কি তোমারে বার বার বুঝাই নাই এইটা।'

'ভিঞ্চি না কঞ্চি এইডা আবার ক্যাডা।' সাগরেদ ঠোঁট উলটায়।

অনেক বিষয়েই দুর্দান্ত প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও আমার এই সাগরেদ শিল্প সংস্কৃতির ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। অবশ্য এতে আমি খুব বেশি চিন্তিত না। বয়সের সাথে সাথে আস্তে আস্তে সুকুমার বৃত্তিরও বিকাশ ঘটবে। সাগরেদের গলায় হালকা একধরনের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করছি সেটাই আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে তুলেছে। ঔদ্ধত্য সবসময়ই অকৃতজ্ঞতার চিহ্ন। খারাপ লক্ষন। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম আরো সতর্কতার সাথে সাগরেদকে নজরে রাখতে হবে।

খেলা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এলোমেলো খেলা চলছে। মোহামেডান আবাহনীর বড় ম্যাচের চাপ খেলোয়াড়দেরকেও কাবু করে ফেলেছে। কোন দলই গোছানো খেলা খেলতে পারছে না।

আড়চোখে দেখতে পাচ্ছি সাগরেদ খেলার প্রতি কোন মনযোগই দিচ্ছে না। অস্থির নেত্রে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। 'অস্থির হইয়ো না। খেলা দেখো। হাফ টাইমের সময় সুযোগ আসবো।' সাগরেদের অস্থিরতা কমানোর জন্য আমি বলি।

'এই ফালতু খেলা দেইখা আমার কাম নাই। আমি মাল কামাইতে চাই।'

'মাল কামাতে আমরা সবাই চাই।' আমি সাগরেদের সাথে একমত হই। 'কিন্ত বেশি উতলা হইলে ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। তুমি শিল্পী। শিল্পীর এতো উতলা হইলে চলে না। সময় হইলে মাল এমনিতেই পকেটে আসবো।'

'হইছে বাবা, হইছে। এতো জ্ঞান দেওনের দরকার নাই।' ঘোৎ ঘোৎ করে উঠে সাগরেদ। আমি এবার পরিষ্কার তার গলায় ঔদ্ধত্যের সুর শুনতে পেলাম। সাগরেদ আমার উপদেশ কিছু শুনছে কিনা সেই বিষয়ে

সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে আমার। ভাব দেখে মনে হচ্ছে এরই মধ্যে আমার থেকে এই ব্যবসা বেশি বুঝে ফেলেছে। খুবই পরিতাপের বিষয়। আমি আমার এই সাগরেদের মত এতো মেধাবী ছাত্র আগে আর কখনো পাইনি। ওকে ফেল করাতে হবে ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। আমি খেলার দিকে মনযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি।

খেলার পাঁচ মিনিটের মাথায় ডিফেন্সের মারাত্মক ভুলে গোল খেয়ে গেল মোহামেডান। আবাহনীর সমর্থকদের উদ্দাম উল্লাসে আকাশ ফেটে পড়ার দশা। অন্যদিকে মোহামেডান গ্যালারিতে কবরের নিস্তব্ধতা। গোল খাওয়ার পর তেড়েফুড়ে আক্রমনে ঝাপিয়ে পড়েছে মোহামেডান। একের পর এক আক্রমন সামাল দিতে ব্যস্ত আবাহনীর রক্ষনভাগ। মাঝে মাঝে কাউন্টার এটাকও করছে, তবে সেগুলো থেকে গোল হওয়ার মতো কোন সৃষ্টিশীলতার ছাপ নেই। ক্রমাগত আক্রমন করে দশ মিনিটের মধ্যেই পেনালটি থেকে গোল শোধ করে দিল মোহামেডান। এবার উত্তর গ্যালারির উল্লাস হলো দেখার মত। সেই সাথে নীরব নিস্তব্ধ দক্ষিন গ্যালারি। গোল শোধ হওয়ার পর আবারো ঝিমিয়ে পড়লো খেলা। কোন দলেরই মনে হচ্ছে গোল করার আর কোন ইচ্ছা নেই। মাঝ মাঠেই বল ঘোরাঘুরি করছে বেশি। এক এক গোল অবস্থাতেই হাফ টাইমের খেলা শেষ হলো।

হাফ টাইমের বাশি বাজার সাথে সাথেই চাদর সরিয়ে উঠে দাড়ালো সাগরেদ। উত্তেজনায় চক চক করছে চোখ । ক্ষিপ্র আঙ্গুলগুলো অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে।

‘ওস্তাদ, কামে গেলাম।’ সে বলল।

আমি আগেই ওকে বলে রেখেছিলাম ওর ফাইনাল পরীক্ষার এই অংশে আমার কোন ভূমিকা থাকবে না। আমি এখানে অপেক্ষা করবো। সাগরেদ নিজেই তার নিজের শিকার বেছে নেবে। ‘দুই দানের বেশি না কিন্তু। আর একরাম আলী আর তার লোকজনের দিকে খেয়াল রাখবা।’ আমি আবারো মনে করিয়ে দিই।

‘বুঝছি, বুঝছি। তুমি কি আমারে একটা বলদ ভাবো ওস্তাদ? ফ্যাচ ফ্যাচ করণের দরকার নাই। কান ঝালাপালা হইয়া গ্যাছে এক কথা হাজার বার শুনতে শুনতে।’ রাগী পা ফেলে সাগরেদ আমার পাশ ঘেষে বেরিয়ে গেল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। চাদরটাকে টেনেটুনে আরো ভালভাবে গা ঢাকার চেষ্টা করলাম আমি। আমার একসময়ের বিখ্যাত হাতটাকে গরম করার জন্য চাদরের নিচে নিয়ে গেলাম। পশ্চিম গ্যালারির মাঝামাঝি জায়গায় যেখানে কাটাতারের বেড়া দিয়ে আবাহনী মোহামেডানের সমর্থকদের আলাদা করা হয়েছে সেখানে হুল্লোড় দেখতে পাচ্ছি। দুই পক্ষের সমর্থকরা পরস্পরের দিকে মহা উৎসাহে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে। এর মাঝেই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য মাঠের মধ্যে ব্যান্ডপার্টি বাদ্যবাজনা বাজাচ্ছে। সেই সাথে রং বেরং এর পোশাক পরা একদল চিয়ার লিডার তরুনী নাচানাচি করছে। এই জিনিষ ঢাকায় নতুন এসেছে। স্যাটেলাইটের বাই প্রোডাক্ট। নাচানাচি অবশ্য আমি খুব একটা উপভোগ করতে পারছি না। আমার চিন্তা জুড়ে সাগরেদ রয়ে গেছে।

প্রায় বিশ মিনিট পর হাতে কোকের ক্যান নিয়ে সাগরেদ ফিরে এলো। এর মধ্যে দুই দলই মাঠের মধ্যে নেমে গেছে। নাচের মেয়েরা আর ব্যান্ড পার্টির লোকজন বিদায় নিয়েছে। আমার দিকে না তাকিয়েই আমার পাশে বসে সাগরেদ কোকের ক্যানে চুমুক দিল।

‘সব ঠিকঠাক আছে তো?’ আমি জানতে চাইলাম।

‘মোটামুটি। কাম ভালাই করছি, ওস্তাদ। মাগার এই হালার পাবলিকগুলা সব ফকিরনির পোলাপান। মাত্র দুইশ বিশ ট্যাকা কামাইছি।’

আমার ভ্রু কুচকে গেল। ‘তার মানে এর মধ্যেই টাকা তুমি গুইনা ফালাইছো।’

‘হ, টয়লেটে গিয়া গুইন্যা দেখছি।’

‘তোমারে না বলছিলাম সব কিছু আমার কাছে নিয়ে আসার লাইগা।’ আমার গলা চড়ে উঠে।

‘গুল্লি মারি তোমার ওর্ডারের। আমি এইডা আমার মত কইরা করছি।’ সাগরেদও পালটা গলা চড়ায়। পরিস্কার অশ্রদ্ধার আলামত।

‘আর কি কি তুমি তোমার মত কইরা করছো?’ আমি ঠোট শক্ত করে বললাম। ‘কয় দান মারছো? দুই দান নিশ্চয়ই না। আরো বেশি মারছো, তাই না?’

‘বেশি মারছি তো হইছেডা কি। পাঁচ দান মারছি। কইছি না এই গুলা সব ফকিরনির পুত। পাঁচ দান মাইরা মাত্র এই কয়ডা ট্যাকা পাইছি।’

ঔদ্ধত্য এখন পুরোপুরি প্রকাশিত তার কন্ঠে, সেই সাথে আমার প্রতি ঘৃনাও। আমি বুকের ভিতরে গভীর বেদনা অনুভব করছি। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে আমি সাগরেদকে ফেল করাতে যাচ্ছি। এখনো সংশোধনের কিছুটা সুযোগ আছে, ও হয়তো পাশ করতেও পারে। কিন্তু আমার মন বলছে সে এর মধ্যেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে আমরা দুজনই আর কোন কথা বলছি না। খেলার প্রতি আমার রুচি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। শেষ মুহুর্তের গোলে যখন আমার প্রিয় দল আবাহনী খেলায় জিতে গেলো তখনো আমি আর সবার মতো কোন উল্লাস প্রকাশ করলাম না। আগের মতোই খেলার শেষ বাশি বাজার সাথে সাথেই দ্রুত সাগরেদ দাড়িয়ে গেল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সে তাড়াহুড়ো করে সিড়ির দিকে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছি আমি যা শিখিয়ে ছিলাম তার সবকিছু সে ভুলে গেছে অথবা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করছে। কেননা ভিড়ের কাছে যাওয়ার আগেই পথেই সে তার প্রথম দান মেরে দিল। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, সে তার কাজে অসম্ভব দক্ষ। কারো সাধ্য নেই বোঝার সে কি করছে।

আমি সাগরেদের পিছন পিছন এগোতে থাকি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস নিয়ে দ্রুতগতিতে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই সে একের পর এক দান মেরে যাচ্ছে। তার শিল্পীর মত দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। মুগ্ধ হওয়ার বদলে আমার অবশ্য মন আরো খারাপ হয়ে গেলো। এতো প্রতিভা থাকার পরও সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি।

আমি তাকে শেষ একটা সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি এখনো তার প্রতিভায় অভিভূত। এখনো বুকের মধ্যে ওর প্রতি অপত্য স্নেহের ধারাটা টের পাচ্ছি। আমি সাগরেদের কাছে যেয়ে ওর কাধে হাত রাখলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে প্রবল বিরক্তিতে সে আমার হাত ঝাকি দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। 'সাগরেদ, আমাগো কথা কথা কওয়া জরুরী। বেশি চিল্লাবিল্লা কইরো না, তাতে কইরা মানুষ এই দিকে নজর দিবো।' আমি স্বর নিচু করে কঠিন গলায় বললাম।

আমার কথার মর্মাথ বুঝতে তার সময় লাগলো না। কাজেই আমি যখন তাকে টেনে একপাশে নিয়ে গেলাম সে আর তেমন কোন ওজর আপত্তি করলো না।

'সবকিছুই আইজকা তুমি উলটাপালটা করতাছো। যা কিছু শিখাইছি সবকিছু উপেক্ষা করতাছো। কারণটা কি সাগরেদ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কারণ কিছু নাই। কারণ হইতাছে তুমি একটা বুড়া ভাম। আহাম্মকের বাদশা। আমি জলদি ম্যালা মাল কামাইতে চাই। তোমার শেখানো পথে গেলে তা করণ যাইবো না।'

আমি ভেতরে ভেতরে কিছুটা কুঁকড়ে যাই। মনে হলো কেউ যেন আমার পাজরের উপর দশমনি ঘুষি চালিয়ে দিয়েছে। 'তুমি ধরা পইড়া যাইতে পারতা। তাইলেতো এই টাকা কোন কাজেই আসতো না।' আমি যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করি।

'আমারে ধরা কারো বাপের সাধ্যি নাই। এই লাইনে আমিই সেরা। বুঝছো বুড়া মিয়া।'

'তুমি যেহেতু পুরো অপারেশনটারেই ঝুকির মধ্যে ফালায়া দিছিলা কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিছি তোমারে জরিমানা করার।'

'জরিমানা? আমারে জরিমানা করবা? মাথাডা আউলাইয়া গ্যাছে মনে হয় বুড়া মিয়ার।' সাগরেদের কণ্ঠে বিশুদ্ধ বিস্ময়।

'আমাগো কথা ছিল আধাআধি ভাগের। এখন জরিমানা হিসাবে যা কামাই করেছো তার তিনভাগের দুইভাগ আমারে দিতে হইবো।' আমি শান্ত স্বরে বলি।

সাগরেদের ঠোট বাঁকা হয়ে গেলো। 'তাই বুঝি? আমার ইচ্ছা কিন্তু ভিন্ন বুড়া মিয়া। পুরাটাই আমি রাইখা দেওনের পক্ষে, তুমি কি কও?'

আমি বিষন্ন চোখে সাগরেদের দিকে তাকিয়ে থাকি, 'তোমার লাইগা এতো কিছু করণের পরেও তুমি নিশ্চয়ই এইটা করবা না, সাগরেদ?'

'তুমি আমার লাইগা কিচ্ছুই করো নাই বুড়া মিয়া। সামান্য কিছু ট্রিক শিখাইছো এই যা। আর তার বদলে গত তিন মাস ধইরা আমি তোমারে আমার কামাইয়ের অর্ধেক কইরা দিছি। বহুত হইছে, আর না। ফাউ পয়সা আর পাইবা না। ওহন থাইকা আমি আমার নিজের মতো ব্যবসা করুম। আমার মতো এই ব্যবসা

আর কে করবার পারবো। তুমিইতো কইছো এই লাইনে আমি শিল্পী। তোমার যদি মালপানির দরকার থাকে তয় নিজে কামাই কইরা নাও। এইবার ফুটো। আমারে কাম করবার দাও।'

'ব্যবসায়ে তোমার পাওনা দিতেই হইবো। এই লাইনে কোন কিছুই সহজে আসে না, কোন কিছুই ফ্রি না। সবাইরে যার যার পাওনা মিটায়া দিতেই হইবো। সবার লগে ভাগাভাগি কইরা নিতে হইবো এইটাই এই ব্যবসায় টিকা থাকোনের উপায়।' আমি বোঝাতে চেষ্টা করি সাগরেদকে।

'কারো সাথে ভাগাভাগি করণের কোন ইচ্ছা আমার নাই, বুড়া মিয়া। আমার সময় নষ্ট করতাছো। এইবার রাস্তা মাপো। লোকজন বাইর হওনের আগে আমার আরো দুই এক দান মারতে হইবো।'

সাগরেদ আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বাইরে বের হওয়ার সিড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আমি হতাশভাবে মাথা ঝাকালাম। ভেবেছিলাম আমার এই সাগরেদ অন্য সব সাগরেদের তুলনায় আলাদা। কিন্তু তা নয়। সে আমার সবচেয়ে সেরা ছাত্র এটা ঠিক, কিন্তু এখন সে আমার সবচেয়ে বড় হতাশার কারণও হয়ে দাড়িয়েছে। খুবই পরিতাপের বিষয়, কিন্তু কিই বা করার আছে? ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। সাগরেদ ডাহা ফেল মেরেছে। শিক্ষক হিসাবে এখন তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

আমি কিছুটা বাদিকে ঘুরে উপরের দিকে তাকালাম। এসবি অফিসার একরাম আলী অলস ভঙ্গিতে বাথরুমের পাশে দাড়িয়ে সাগরেদের দিকে নজর রাখছে। একরাম আলীর সাথে আমার দীর্ঘদিনের পেশাদারী সম্পর্ক। আমার আয়ের একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ আমি অত্যন্ত সততার সাথে প্রতি মাসে একরাম আলীর হাতে তুলে দেই। আমি হাত তুলে হালকাভাবে একরাম আলীকে ইশারা দেই। একরাম আলী অস্পষ্টভাবে মাথা ঝাকালো। তার মানে হচ্ছে আমার ইশারা সে বুঝতে পেরেছে। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষিপ্র চিতার মতো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সাগরেদের দিকে অগ্রসর হলো সে। সাগরেদ সবেমাত্র মাঝবয়সী এক লোকের পকেটে হাত ঢুকাচ্ছিল। কিছু বুঝে উঠার আগেই সে দেখতে পেলো যে তার দুইহাতে হাতকড়া পরিয়ে একরাম আলী তাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসবি অফিসার একরাম আলী তার পেশায় আমার মতোই সুদক্ষ।

সাগরেদের দিকে শেষবারের মতো একবার তাকিয়ে গভীর বিষন্নতা নিয়ে আমি বাইরে যাওয়ার সিড়িতে পা রাখলাম। আমাকে আবার নতুন ছাত্র খুঁজে বের করতে হবে।

মায়ামি, ফ্লোরিডা
farid300@gmail.com

Bill Pronzini এবং Barry Malzberg এর ছোট গল্প Final Exam অবলম্বনে